02 SEP 2016

সংবাদ

তারিখ ... 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রিশার খুনির ফাঁসি দাবিতে কাকরাইলে গতকালও মানববন্ধন করে শিক্ষার্থীরা

রিশার ঘাতক ওবায়দুল ৬ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

খুনির ফাঁসির দাবিতে সরব শিক্ষার্থী মহিলা পরিষদ ছাত্র ইউনিয়ন

রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশাকে (১৪) হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত আসামি ওবায়দুল হককে ৬ দিন রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। গতকাল ঢাকা মহানগর হাকিম দেলোয়ার হোসেন এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রমনা মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক আলী হোসেন আসামিকে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করেন। এ সময় আসামি ওবায়দুলের পক্ষে আদালতে কোন আইনজীবী ছিলেন না। তার জামিনেরও কোন আবেদন করা হয়নি।

এদিকে সুরাইয়া আক্তার রিশা হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার ও ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। গতকাল দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত কাকরাইল মোড়ে এ মানববন্ধন পালন করা হয়। মানববন্ধনে ওই স্কুলে শিক্ষক শরিফুল ইসলাম বলেন, আজ রিশার ক্লাস করার কথা। কিন্তু আমরা সেই রিশার বিচারের দাবি জানাতে রাজপথে নেমেছি। হয়ত মেয়েটা একদিন দেশের অনেক বড় কিছু হতে পারত কিন্তু তার আগেই সব কিছু কেড়ে নিল ঘাতকের ছুরিকাঘাত। আমরা অবিলম্বে এই হত্যাকাণ্ডের আসামি ওবায়দুলের ফাঁসি দাবি করছি। অন্য ঘটনার মতো বিচারকাজ যেন থেমে না যায় সেদিকে সংশ্লিষ্টদের তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় বিভিন্ন প্লাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে শত শত শিক্ষার্থী ওবায়দুলের ফাঁসির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র কাজী তাওহীদ বলেন, ওবায়দুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই খবরে আমরা কেউ খুশি না। আমরা সেই দিনই খুশি হব যেদিন শুনতে পারব ওবায়দুলের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। তাই আমরা সকল শিক্ষার্থী চিহ্নিত হত্যাকারী ওবায়দুলের একমাত্র শাস্তি ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। এ সময় দেখা যায় সকল শিক্ষার্থীর মাঝখানে হাতে প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেজি-২ এর ছাত্রী খায়জা অনিকা ইসলাম। তার প্লাকার্ডে লেখা ওবায়দুলের ফাঁসি ছাড়া আর কোন দাবি নাই। সে বলে, রিশা আমার বড় বোনের মতো। তার সঙ্গে যে এমন করল তার ফাঁসিই একমাত্র প্রাপ্য।

এদিকে, ওই স্কুলে ছাত্র জোট দু'দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে আজ সারাদেশের সব মসজিদে জুমার নামাজ শেষে রিশার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করার জন্য ইমামদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আগামীকাল ওই স্কুলের শিক্ষার্থীরা হেঁটে রিশার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

রিশার : ঘাতক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রিশার কবর জিয়ারতে যাবে। কবর জিয়ারতে সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এ সময় স্কুলছাত্র জোটের পক্ষ থেকে স্কুলটির অধ্যক্ষকে পদত্যাগ করার দাবিও জানানো হয়। এছাড়াও জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হত্যার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

এদিকে, রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, নিহত রিশা স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে আসামি ওবায়দুল প্রেম নিবেদন ও ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। রিশা ওই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় আসামি ক্ষিপ্ত হয়। পরে ২৪ আগস্ট সকাল সোয়া ১১টার দিকে রিশার পরীক্ষা শেষে তার সহপাঠী রাফিসহ (১৫) স্কুল হতে বের হয়ে কাকরাইল ফুটওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় আসামি ওবায়দুল ভিকটিম রিশাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয়। এ সময় ভিকটিম রিশা ওই প্রস্তাবে রাজি না হলে আসামি ক্ষিপ্ত হয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো ছুরি দিয়ে বাঁ হাতে ও পেটের বাঁ পার্শ্বে উপর্যুপরি আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। পরে রিশা ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৮ আগস্ট মৃত্যুবরণ করে। এরপরে আসামিকে নীলফামারীর ডোমার থানার সোনারায় এলাকা হতে জনগণের সহায়তায় গ্রেফতার করা হয়। রিমান্ড আবেদনে আরও বলা হয়, একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ৮ম শ্রেণীর স্কুলছাত্রীকে ছুরিকাঘাত করে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড দেশজুড়ে আলোচিত হয়। তাই এ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন ও হত্যার কাজে ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধারের জন্য আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। এছাড়া এ ঘটনার সঙ্গে অন্য কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছে কিনা তা উদঘাটনের জন্য আসামিকে রিমান্ডে নেয়া প্রয়োজন। এদিকে ওবায়দুলকে গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রিশাকে ছুরিকাঘাতের কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছেন রমনা থানার ওসি মশিউর রহমান। তিনি জানান, গ্রেফতারের পর ওবায়দুল ছুরিকাঘাতের কথা স্বীকার করেছে। ওবায়দুল দাবি করেছে, রিশার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে তার গ্রামের বাড়ির সকল সম্পত্তি বিক্রি করে ঢাকায় একটি টেইলার্স দিয়ে রিশার সঙ্গে সংসার করতে চাইতো। কিন্তু রিশা তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। যার কারণে সে ছুরি দিয়ে রিশাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। একপর্যায়ে রিশাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পালানোর সময় ওবায়দুল তার নিজের মোবাইল ফোনটি ভেঙে ফেলে। তবে হত্যা কাজে ব্যবহৃত ছুরিটি কোথায় সে বিষয়ে এখনও কিছু বলেনি ওবায়দুল। ওসি বলেন, রিমান্ডে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধারসহ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ওবায়দুলের কী পরিকল্পনা ছিল তা জানতে চাওয়া হবে। এর আগে, শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ৭ দিনের অভিযানের পর গত বুধবার ভোরে নীলফামারী থেকে ওবায়দুলকে গ্রেফতার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি দল।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মানববন্ধন

রিশা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গতকাল সকাল ১১টায় উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের সামনে মানববন্ধন পালন করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মিতু, তনু, আফসানা হত্যাকাণ্ডের পর আজ রিশা হত্যাকাণ্ডের জন্য আমরা রাজপথে নেমেছি। প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটেই চলেছে। কিন্তু কোন ঘটনার সুষ্ঠু বিচার লক্ষ্য করা যায়নি। প্রতিবারই অপরাধীরা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। তাই রিশার হত্যাকারীর ফাঁসি কার্যকর জরুরি।